একক ১ক ☐ বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৭৯৬-১৮৭২ ☐ প্রথম পর্ব

পর্যায় ১ একক ১ক

১.১ মুখবন্ধ

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যমঞ্চ

১.৪ যাত্রা

১.৫ নাট্যমঞ্চের সূচনাপর্ব ও বিদেশি নাট্যমঞ্চ

১.৬ লেবেডেফ ও বেঙ্গালি থিয়েটার

১.৭ সৌখিন নাট্যমঞ্চ বা সখের নাট্যমঞ্চ

১.৮ সখের নাট্যমঞ্চের বিকাশ

১.৯ সখের নাট্যমঞ্চের পরিণতি

১.১০ অনুশীলনী

১.১ মুখবন্ধ

বাংলা নাটকের পাঠে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং বাংলা নাটকের সমালোচনার ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। কেননা নাটক শেষপর্যন্ত অভিনেয়। যেকোনো একটি নাটক যখন রচিত হয় তখন তার আলোচনায় যদি অভিনয়ের বিভিন্ন দিক বা অভিনয়যোগ্যতার ব্যাপারটি আলোচিত না হয় তাহলে তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ঘটে না।

বস্তুত একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নাটক মূলত সাহিত্য হলেও তার অতিরিক্ত কিছু নাটকে নিহিত থাকে। নাটকের সঙ্গে যুগরুচি, নাট্যমঞ্চের ভূমিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একারণে শুধুমাত্র সাহিত্যনীতির মাপকাঠিতে নাটকের বিচার সম্পূর্ণতা পায় না,—দর্শক-অভিনেতা-প্রযোজক সমৃদ্ধ নাট্যমঞ্চের সাপেক্ষে নাটকের যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে বাংলা নাটকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককথায় উভয়ের সম্বন্ধ অনেকাংশেই আত্মিক। নাট্যকার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজস্ব অনুভবকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন একথা যেমন সত্য, কিন্তু নাটক যে দৃশ্যকাব্য এবং নাট্যমঞ্চে অভিনীত হবার অপেক্ষা রাখে একথাও তেমনই সত্য। ফলে নাটক বিচারের সময়

তার সাহিত্যমূল্য ও অভিনয়মূল্য এই দুদিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। জার্মান নাট্যতাত্ত্বিক শ্লেগেল বলেছিলেন,— "A dramatic work must always be regarded from a double point of view—how far it is poctical and how far it is theatrical" ('A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature' : Translated by John Black ; 1840 ; Page 31)।

১.৩ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যমঞ্চ

ভারতীয় নাটকের যে কোনো আলোচনার মুখপাতে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত নাটকের কথা বলতেই হয়। সংস্কৃত নাটক মূলত প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে নাটকের মৌলিক উপাদান লক্ষ্য করেছি। 'পুরূরবা ও উর্বশী', 'যম ও যমী', অথবা 'সরমা ও পনি' ইত্যাদি সূক্ত বা গাথা পরবর্তী সময়ে নাট্য রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা বলা যায়। এমনকি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত-অনুদাত্ত উচ্চারণের মধ্যেও নাট্যাভিনয়ের বীজ লুকিয়ে ছিল একথা যদি বলা হয় তাহলে অত্যুক্তি হয় না।

সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় সম্পর্কে আমরা তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা এ বিষয়ে একমত নন। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের সূচনাতেই যে মত প্রকাশ করেছি সেই মতের সমর্থক Sylvan Levy ও Hartel। কিন্তু Sten Konow, Pischel অথবা Keith ঐ মত মেনে নেননি।

আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বৈদিক যুগের পরে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা পঞ্চমবেদ রূপে নাট্যের সৃষ্টি করেন। 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে মহেন্দ্রর বিজয়োৎসব অথবা ইন্দ্রোৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম নাটক 'দেবাসুর যুদ্ধ' অভিনীত হয়েছিল এবং তারপরে হিমালয়ে ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে 'ত্রিপুরদাহ' অভিনয় করেন। প্রথম নাটকের অভিনয় অসুরদের উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে 'নাট্যবেশ্ম' তৈরির আদেশ দেন। এই 'নাট্যবেশ্ম' থেকেই নাকি 'নাট্যগৃহ'-এর উৎপত্তি। তারপর থেকেই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের রীতি প্রবর্তিত হয়।

সংস্কৃতে লিখিত নাটকের যে পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ'। এই নাটকটি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সুবন্ধুর স্বপ্নবাসবদত্তা, ভাসের প্রতিমা নাটকসহ তেরোটি নাটক, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, ইত্যাদি নাটক ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হর্ষের রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, অষ্টম শতকে ভবভূতির মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, নবম শতকের গোড়ায় বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, দশম শতকে মুরারির অনর্ঘরাঘব, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, বালরামায়ণ, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক ইত্যাদি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে আমরা সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয় লক্ষ্য করি, তবু বিক্ষিপ্তভাবে বিশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করি।

আচার্য ভরত প্রাচীন ভারতের নাট্যমঞ্চের যে পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত উন্নত শিল্পস্থাপত্যের অভিজ্ঞান বহন করে। কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি বা শূদ্রকের নাটক এই ধরনের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল কি-না তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না। এমনকি একাদশ শতকে ভরতের টীকাকার অভিনবগুপ্তও ভারতীয় নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি।

বাংলাদেশে নবাবী শাসনকালেও বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব

ও ললিতমাধব নাটক, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সমস্ত নাটকগুলি আচার্য ভরত-কথিত ভারতীয় নাট্যমঞ্চের আদর্শে, নির্মিত কোনো নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়নি। অধিকন্তু চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সপার্ষদ কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের যে বিবরণ আমরা পাই, তার অভিনয়রীতি প্রচলিত যাত্রী রীতিরই উন্নততর সংস্করণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

১.৪ যাত্রা

সংস্কৃত বিশ্বকোষ-এ উল্লেখ আছে, "যাত্রাতু যাপনোপায়েগতৌ দেবার্চনোৎসবে"। উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে গৃহীত হয়েছে,— যা + ত্র (ভাবে) + আ (স্ত্রীং) = যাত্রা।

অনেকের মতে 'পাঁচালি' থেকে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যযুগে আখ্যানমূলক রচনা পাঁচালিরূপে চিহ্নিত হতো। আবার উনিশ শতকে 'ভাসান যাত্রা'-র উল্লেখ পাই। তবে যাত্রা শব্দটি-র মধ্যে 'যা'—ধাতু 'গমন' অর্থে ব্যবহৃত। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যপ্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তারই ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে 'কৃষ্ণযাত্রা' গড়ে উঠেছিল। একইভাবে গড়ে উঠেছিল দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, আবার কৃষ্ণের জায়গায় জগন্নাথ,—তার ফলে রথযাত্রা।

যাই হোক, পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি এই মত পরবর্তী সময়ে আর মান্যতা পায়নি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঁচালি-র পাঁচটি অঙ্গ (পা-চালি, বৈঠকি, লাচাড়ি, ভাব-কালি ও দাঁড়াকবি) একজন গায়েকের পক্ষে যথাযথভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি বলেই অনেক সময় সহায়ক নেওয়া হতো। ফলে অনেকাংশে যাত্রার গান ও অভিনয় অংশ ফুটে উঠতো।

কেউ কেউ মনে করেন যে 'নাটগীত' থেকে যাত্রার উৎপত্তি। মধ্যযুগের বাংলায় দেবতার উৎসব উপলক্ষে যে নৃত্যগীত পরিবেশিত হতো তাকেই 'নাটগীত' বলা হতো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ধরনের 'নাটগীত'। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'অভিনয়' অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি না। চৈতন্যভাগবত-এ উল্লেখ আছে, 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য'। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়ের যে বিবরণ আমরা পাই তাতে যাত্রার সাদৃশ্য আছে। বিস্ময়ের কথা এই যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' না মেনে শ্রীচৈতন্যদেব মুক্তমঞ্চে, অনেকটা যাত্রার মতন অভিনয় করতেন। বহুসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেব উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যাত্রাধর্মী এই উন্মুক্ত মঞ্চে রুক্মিণীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়ের প্রভাবে সেই সময়ে বেশ কিছু যাত্রাপালা লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে কবি কর্ণপুর, রায়রামানন্দ, রূপগোস্বামী, দেবীনন্দন সিংহ প্রমুখদের পালাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

অষ্টাদশ শতকেও কৃষ্ণযাত্রা ছিল, যার নাম ছিল কালীয়দমন। বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের শিশুরাম ছিলেন এ যাত্রার জনক। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী কালীয়দমন যাত্রায় ব্যাসদেবকে যুক্ত ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এরপরে শ্রীদাম, সুবল এবং তাঁর শিষ্য বদনের দান, মান ও মাথুর লীলাশ্রয়ী যাত্রাপালা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নৌকাবিলাস পালার প্রথম রচয়িতা গোবিন্দ অধিকারীও লোচনের পরে অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রাপালাকার হয়ে ওঠেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণ দাস, পীতাম্বর অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গোবিন্দ অধিকারীর সমকালীন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যাত্রাপালায় বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাইউন্মাদিনী, স্বল্পবিলাস ইত্যাদি পালাগান এবং মধুসূদনের ঢপকীর্তন, অক্রূরসংবাদ ও কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি সেকালে প্রবল আলোড়ন তৈরি করেছিল। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময়ে কৃষ্ণযাত্রার বেশি প্রচলন থাকলেও চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা,

মনসার ভাসানযাত্রাও প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের উন্নত যাত্রা গণশিক্ষার বাহনরূপে প্রচুর দর্শকদের সামনে গণভূমিতে মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের যুগ। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক নবজাগ্রত বাঙালির ভাবজগতে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। যাত্রাপালা সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন শ্রীদামদাস, সুবলদাস অধিকারী এবং পরমানন্দ অধিকারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলিরাজার যাত্রা, নলদময়ন্তী, কামরূপযাত্রা, নন্দবিদায়যাত্রা, রাজা বিক্রমাদিত্যযাত্রা ইত্যাদির অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতায় ও তার আশেপাশে ধনী বাঙালিদের বাড়িতে ঐ সমস্ত যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হবার সংবাদ পাওয়া যায়। শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ কামরূপ যাত্রা, ভূকৈলাস মুখুজ্জ্যের বাড়িতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে রাজা বিক্রমাদিত্যযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল নন্দবিদায়যাত্রা অভিনীত হয়েছিল।

কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিবিহ্বলতা দূরে সরে গিয়ে নৃত্যে-গীতে, সস্তা সংলাপে, সঙের উপস্থিতিতে—সর্বোপরি খেম্‌টা নাচের সহযোগে নতুন যে যাত্রাপালা এসময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল,—সেই ক্ষেত্রে গোপাল উড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ের যাত্রাপালার জনপ্রিয়তা এতই ব্যাপক ছিল যে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন রীতিতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়েছিল। সে যুগে গোপাল উড়ে এবং 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। গোপাল উড়ের শিষ্য কৈলাস বারুই গুরুর পথ অনুসরণ করেন। একই পথে লোকোধোপা নামে পরিচিত লোকনাথ দাস সেই সময় গোপাল উড়ের মত ও ভাব অনুসরণ করে রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, শ্রীমন্তের মশান এবং কলঙ্কভঞ্জন যাত্রাপালা।

এই সময়ে দেশের বিশৃঙ্খল সমাজ-মানসের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে গিয়ে এবং কবিগান, পাঁচালি, তর্জা, হাফ আখড়াই, বুলবুলির লড়াই ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যাত্রার মধ্যে অশ্লীলতা, নীতিহীনতা, প্রশ্রয় পেয়েছিল। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বিকৃত চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মনোহরণের চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু বেশিদিন এই স্থূলরুচির যাত্রাপালা মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে রাখতে পারেনি।

১.৫ নাট্যমঞ্চের সূচনাপর্ব ও বিদেশি নাট্যমঞ্চ

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা নাটকের অভিনয় ও নাট্যমঞ্চ ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত নাট্যমঞ্চের কাছে অনেকাংশে ঋণী। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে যেমন নাট্যমঞ্চ ছিল, তারই আদলে এখানে নাট্যমঞ্চ তৈরি হলো। তিনদিক ঘেরা, একদিক খোলা, সেখানে কার্টেন বা পর্দা। এই কার্টেন বা পর্দা সরে গেলে মঞ্চের ভেতরটা দেখা যেত। মঞ্চের দুধারে উইংস দিয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করতেন। মঞ্চের পেছনে পর্দায় দৃশ্য আঁকা, এই দৃশ্যপটের সামনে হতো অভিনয়। তেল বা গ্যাসের বাতিতে মঞ্চকে আলোকিত করা হতো। নাট্যমঞ্চের সামনে তৈরি হল দর্শকদের আসন। নাটকের পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা, যন্ত্রানুষঙ্গ, সঙ্গীত, অভিনয়রীতি ইত্যাদি সহযোগে এখানে ইংলন্ডের থিয়েটারের আদলে তৈরি হল 'থিয়েটার হল',—বাংলায় নাট্যমঞ্চ বা রঙ্গালয়। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'।

একেবারে সূচনাপর্বে ইংরেজদের প্রবর্তিত থিয়েটারের সব কিছুই ছিল বিদেশি। নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থা ছিল বিদেশি, নাটক এবং নাট্যকার বিদেশি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদেশি, পৃষ্ঠপোষক ও মালিক বিদেশি, অভিনয়রীতি বিদেশি, —সর্বোপরি দর্শকও ছিল বিদেশি। একারণেই বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই নাট্যমঞ্চগুলিকে 'বিদেশি রঙ্গালয়' নামে

চিহ্নিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এর সবটুকু বিদেশি ছিল না।

এবার আমরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিদেশি নাট্যমঞ্চের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব :

ক. **ওলড্ প্লে হাউস (Old Play House) :**

অধুনা কলকাতার লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জার উল্টোদিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 'ওল্ড প্লে হাউস' নামক নাট্যমঞ্চ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদেশি নাট্যমঞ্চে হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই নাট্যমঞ্চ ঠিক কবে নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মিস্টার উইলের আঁকা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার মানচিত্রে এই নাট্যমঞ্চের ও সংলগ্ন নাচঘরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই হিসেবে আমরা অনুমান করতে পারি যে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো সময়ে 'ওল্ড প্লে হাউস' নামক নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চের অভিনয়ে যুক্ত সকলেই অপেশাদার বা 'অ্যামেচার' ছিলেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্পী ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে অভিনয় সংক্রান্ত পরামর্শ ও সাহায্য এঁরা পেতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণে এই নাট্যমঞ্চের ওপর আঘাত নেমে আসে এবং এই নাট্যমঞ্চে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের কোনো সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খ. **ক্যালকাটা থিয়েটার (The New Play House) :**

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যমঞ্চের অনেককাল পরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস' বড়লাট হেস্টিংসের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ উইলিয়ামসন। অধুনা কলকাতার মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিং এর পেছনে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপর ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। বড়লাট হেস্টিংস ও ইলাইজা ইম্পে ছিলেন এই নাট্যমঞ্চের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রায় এক লক্ষ টাকায় তৈরি এই নাট্যমঞ্চের দৃশ্যপট নির্মাণের জন্য ডেভিড গ্যারিকের সহায়তায় শিল্পী বার্নাড মেসিংককে কলকাতায় আনা হয়। এই নাট্যমঞ্চের মাঝখানে ছিল 'পিট' এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 'পিট'-কে ঘিরে ছিল 'বক্স'। এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ প্রথমদিকে ভারতীয় দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কলকাতায় প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজিভাষায় প্রকাশিত 'হিকি'জ বেঙ্গালি গেজেট'-এর কোনো-কোনো সংখ্যায় (১৭৮০) প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকে এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল বক্সের জন্য 'এক মোহর' এবং পিট-সিট-এর জন্য আট সিক্কা টাকা। এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ সর্বপ্রথম 'Subscription Performance' প্রথা চালু হয়। বস্তুত স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ দর্শকের কারণে টিকিট বিক্রি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অভিনয়ের পূর্বেই সদস্য-দর্শক নির্দিষ্ট ক'রে নেওয়ার যে পদ্ধতি তা 'Subscription Performance' নামে চিহ্নিত। 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ ১২০ টাকার টিকিটে একজন ইংরেজপুরুষ ও তাঁর বাড়ির মহিলারা মোট ছয়টি অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। 'ক্যালকাটা থিয়েটার' চালু হবার কিছুদিন পরে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় নাট্যমঞ্চ হিসেবে এটি 'দি নিলে লর্ড কর্নওয়ালিসের নির্দেশে এই থিয়েটারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো কর্মচারী অভিনয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি পেতেন না। ফলে এই থিয়েটারের অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অপেশাদার বা অ্যামেচার। প্রথমদিকে নারীচরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করতেন। পরে কোম্পানির আইন শিথিল হওয়ায় মহিলারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস'-এর উদ্যোক্তারা সমস্ত শ্রেণীর দর্শকদেরই আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই নাট্যমঞ্চে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে বেন জনসন, জন ফ্রেচার, ফ্রান্সিস ব্যুমন্ট, কনগ্রিভ, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, টমাস অটওয়ে, হেনরি ফিল্ডিং, শেরিডান প্রমুখের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চে

যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শেক্স পীয়রের দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, টমাস অটওয়ের ভেনিস প্রিজার্ভড্ এবং শেরিডানের স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল। এই নাট্যমঞ্চে ক্যাপ্টেন কল নামক এক ব্যক্তি অভিনয়ের মাধ্যমে এমন খ্যাতি অর্জন করেন যে সেই সময় তাঁকে 'গ্যারিক অফ দি ইস্ট' বলা হতো।

একটানা তেত্রিশ বছর নাট্যমঞ্চে অভিনয় চালিয়ে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস' বন্ধ হয়ে যায়। এই মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন কল ছাড়াও ব্যাণ্ডেল, পোলার্ড, ফ্রিট উড, রবিনসন, জেমস ব্যাটল প্রমুখ অভিনেতা এবং মিসেস হিউগেস, মিসেস হ্যারিটো, মিসেস বেসেট প্রমুখ অভিনেত্রী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যমঞ্চ বন্ধ হয়ে যাবার পর রাজাগোপীমোহন ঠাকুর এই নাট্যমঞ্চ কিনে নিয়ে সেখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

গ. মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (Mrs. Bristwo's Private Theatre) :

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার' স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ের অসামান্য সুন্দরী ও নৃত্যকুশলী এমা র‍্যাংহাম কলকাতার সিনিয়ার মার্চেন্ট জন ব্রিস্টোকে বিবাহ করায় মিসেস ব্রিস্টো নামে পরিচিত হন। বিবাহের পর তিনি নৃত্যের অঙ্গন ছেড়ে নাট্যমঞ্চে আসেন। তিনি তাঁর চৌরঙ্গির বাড়িতে একটি ছোট্ট নাট্যমঞ্চ (১৭৮৯) প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছোট্ট সুন্দর নাট্যমঞ্চটি সেই সময়ের ইংরেজদের প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মে মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐদিন সঙ্গীতবহুল জনপ্রিয় নাটক পুওর সোলজার মঞ্চস্থ হয়।

মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র নাট্যমঞ্চ হিসেবে একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল : মহিলা পরিচালিত প্রথম থিয়েটার।

আমরা 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে এই নাট্যমঞ্চে পুওর সোলজার ছাড়া সুলতান ও প্যাডলক নাইট নাটক দুটি অভিনীত হয়। তবে এই নাট্যমঞ্চ ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রতিষ্ঠার পরের বছরই (১৭৯০) মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (Wheler Place Theatre) :

উচ্চবিত্ত অভিজাত ইংরেজদের জন্য ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলার এর নামে কলকাতায় একটি রাস্তা ছিল। যার নাম ছিল হোয়েলার প্লেস। এই রাস্তার ওপর ১৭৯৭ সালে নির্মিত হয় হোয়েলার প্লেস থিয়েটার।

১৭৯৭-র ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দি ড্রামাটিক প্রহসন দিয়ে এই রঙ্গামঞ্চের উদ্বোধন হয়। এরপরে এই মঞ্চে একের পর এক অভিনীত হয় সেন্ট প্যাট্রিকস ডে, থ্রি উইকস আফটার ম্যারেজ, দি মোগল টেল, দি মাইনর, দি ডেফ লাভার, দি লায়ার, দি ক্রিটিক ইত্যাদি নাটক, অপেরা ও প্রহসন। তবে স্থায়িত্ব ছিল না এই নাট্যমঞ্চের, ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে এই নাট্যমঞ্চটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঙ. এথেনিয়াম থিয়েটার (Athenium Theatre) :

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্যালকাটা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস প্রতিষ্ঠার পরে দুটি নাট্যমঞ্চ যথাক্রমে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার ও হোয়েলার প্লেস থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলি ছিল স্বল্পস্থায়ী। ক্যালকাটা থিয়েটার-ই ছিল দীর্ঘস্থায়ী। ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরে (১৮০৮) মিস্টার মরিস নামক এক ব্যবসায়ীর উদ্যোগে

১৮ নং সার্কুলার রোডে দুশো দর্শকাসন বিশিষ্ট একটি নাট্যমঞ্চ ১৮১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম ছিল এথেনিয়াম থিয়েটার।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ সোমবার আর্ল অফ এসেক্স এবং রেজিং দি উইণ্ড-এর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এথেনিয়াম থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এখানে প্রবেশ মূল্য ছিল এক মোহর। পরে শেক্সপীয়রের কয়েকটি ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হলেও তা সাফল্য পায়নি উপযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী না থাকায়। বারবার মঞ্চটির মালিকানা বদল হয়। শেষে ১৮১৪ সালে মি. মরিস আবার নতুন উদ্যমে চেষ্টা করেন এবং ঐ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি এই মঞ্চে 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ হয়। তৎসহ ছিল একটি প্রহসন, 'লাইং ভালেট'। কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে দুটি প্রযোজনা-ই ব্যর্থ হয়। আবার ঐ বছরের ২৪ নভেম্বর দি ম্যাজিক পাইপ ও ড্যানসিং ম্যাড নামক দুটি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু সেগুলিও দর্শকদের প্রশংসা পায় না। ফলে মাসখানেক বাদেই এথেনিয়াম থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

চ. চৌরঙ্গি থিয়েটার (Chowringhee Theatre) :

বেশকিছু অভিজাত ও শিক্ষিত ইংরেজরা কলকাতায় একটি স্থায়ী ভালো নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। বিশেষত ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পর। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে এগিয়ে এলেন এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্যরা। নাট্যরসিক শিক্ষিত ইংরেজদের এই সোসাইটি আবার বিফস্টিক সোসাইটি নামেও পরিচিত ছিল। এই ক্লাবের সদস্যদের ঐকান্তিক চেষ্টাতে চৌরঙ্গি ও থিয়েটার রোডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি তৈরি হয়েছিল। ১৮১৩ সালে ২৫ নভেম্বর চৌরঙ্গি থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। প্রথম থেকেই ব্যক্তিগত সদস্য চাঁদায় নাট্যমঞ্চটি পরিচালিত হত। প্রত্যেক সদস্যই এই থিয়েটারের অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার ছিলেন।

চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে বহু বিখ্যাত মানুষ যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভারতবিদ এইচ. এইচ. উইলসন থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, ইংলিশম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জে. এইচ. স্টোকলার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ চৌরঙ্গী থিয়েটার-এর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই মঞ্চের উদ্বোধন হয় ক্যাসল্ স্পেকটার নামক একটি বিয়োগান্ত নাটক ও সিক্স টি থার্ড লেটার নামক একটি অপেরার মঞ্চায়নে। বড়লাট লর্ড ময়রা, তাঁর স্ত্রী এবং বহু নাট্যরসিক ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

সেকালের বেশকিছু খ্যাতিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্টোকলার, পার্কার, মিসেস লিচ প্রমুখ ছিলেন উল্লেখ্য। খ্যাতনামা গায়ক উইলিয়াম লিন্টন, কর্নেল ডয়েলি, ডি. প্লেফেয়ার প্রমুখের যোগদানে এই মঞ্চটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর অভিনেত্রী মিসেস লিচকে এদেশে সেসময় 'ইণ্ডিয়ান সিডনস' নামে অভিহিত করা হতো। ইংলন্ডে মিসারা সিডনস ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী।

এই চৌরঙ্গি থিয়েটারে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে শেরিডান, গোল্ডস্মিথ, কোলম্যান, নোয়েলস, ফ্লেচার প্রমুখের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। যেসমস্ত নাটক এখানে প্রবল জনসমাদর পেয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল, লাভ এ লা মোড, সি স্টুপস টু কঙ্কার, কোরিওলেনাস, জেলাস ওয়াইফ, দি আয়রন চেস্ট, হানিমুন, ম্যাট্রিমনি, বিজি বডি, দি অ্যাক্ট্রেস অফ স্মল ওয়ার্কস ইত্যাদি।

চৌরঙ্গি থিয়েটার তাদের অভিনয়ের জন্য বিপুল জনসমাদর ও খ্যাতি পেলেও নাট্যমঞ্চটির পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটিতে কিছুদিনের মধ্যে বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে চাপলো। প্রতিষ্ঠার বছরেই অর্থাৎ প্রথম বছরেই এর ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল সতের হাজার টাকা। ফলে ক্রমশ আর্থিক অনটন চরম আকার ধারণ করায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কর্তৃপক্ষ এই নাট্যমঞ্চ ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। ইতালির একটি অপেরা কোম্পানিকে মাসিক এক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হল। তারপরে

আর এক ফরাসি কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়। এভাবে দু বছর চলার পর ১৮৩৫ নাগাদ দেখা গেল চৌরঙ্গি থিয়েটার ঋণের ভারে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আয় প্রায় শূন্য অথচ ঋণ পর্বতপ্রমাণ। ফলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব মতো চৌরঙ্গি থিয়েটার বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হল। ১৮৩৫ সালের ১৫ আগস্ট এই নিলামে ত্রিশহাজার একশো টাকার সর্বোচ্চ দর দিয়ে চৌরঙ্গি থিয়েটার কিনে নিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। নিলামের অর্থে সমস্ত ঋণ শোধ করা হয়। পার্কার, ক্লার্ক এবং কার এই তিন অভিনেতার হাতে থিয়েটার পরিচালনার ভার দেওয়া হলো। বিলেত থেকে আবার অভিনেত্রী নিয়ে আসা হল। এলেন ড্রুরি লেন থিয়েটার থেকে মিসেস চেস্টার। এভাবেই ১৮৩৯ পর্যন্ত চলল। এর মধ্যে মিসেস লিচ অসুস্থ হয়ে লন্ডন চলে যান। হঠাৎ ৩১ মে ১৮৩৯ রাতে বিধ্বংসী আগুনে থিয়েটার একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়,—এভাবেই ইণ্ডিয়ান ড্রুরি লেন থিয়েটার অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ছ. দমদম থিয়েটার (Dum Dum Theatre) :

কলকাতায় চৌরঙ্গি থিয়েটার যখন দারুণভাবে জনপ্রিয়, সেই সময় দমদম অঞ্চলে দমদম থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে দমদমের মিলিটারি ব্যারাকের কাছেই এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। দমদম থিয়েটার খুব একটা বড়ো মাপের ছিল না। কিন্তু অভিনয়ের গুণে এই থিয়েটার অল্প সময়েই খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সোনায় মোড়া দিনগুলিতেও কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ দমদম থিয়েটারে নাটক দেখতে যেত। এসব কারণে দমদম থিয়েটারকে বলা হতো ইণ্ডিয়ান লিটিল ড্রুরি লেন থিয়েটার।

দমদম থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস লিচ, মিসেস ব্ল্যান্ড, মিসেস গাটলিয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে দমদম থিয়েটারের প্রাণপুরুষ চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিং ছিলেন একজন ব্রিটিশ সৈনিক। এই চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিংই ছিলেন দমদম থিয়েটারের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। তাঁর উদ্যোগ ও পরিশ্রমে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এই থিয়েটার এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে চৌরঙ্গি থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও এখানে দর্শকদের নিয়মিত আগমন ঘটত। তবে চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিং ১৮২৪ সালে মারা যাবার পর দমদম থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙের মৃত্যুর খবর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিতও হয়েছিল। এখানে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে পেজেন্ট বয়, দি উইল, দি ওয়াটারম্যান, রাইভ্যালস, ব্রোকেন সোর্ড, দি হানিমুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জ. বৈঠকখানা থিয়েটার (Boithakkhana Theatre) :

দমদম থিয়েটারের মতোই বৈঠকখানা থিয়েটার স্বকীয়তায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৮২৪ সালের ২৪ মে এই বৈঠকখানা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলের এই থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থা ছিল নাট্যপ্রযোজনার পক্ষে দারুণ উপযোগী। এখানেও বেশ কিছু প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী অভিনয় করতেন। তাঁদের মধ্যে মিসেস কোহেন এবং মিসেস ফ্রান্সিস ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

১৭৭ বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত এই থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে দি লাইং ভ্যালেট, এ ট্রিপ টু ক্যালে, ফিউরিওসো, স্লিপিং ড্রাফট, মাই ল্যান্ডলেডিজ গাউন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছিল নৃত্যগীতময় অপেরাধর্মী কমেডি।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নামকরা অভিনেত্রীরা বৈঠকখানা থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলে এটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

ঝ. সাঁ সুসি থিয়েটার (Sans Souci Theatre) :

সেই সময়ের প্রথমশ্রেণীর বিদেশি রঙ্গালয় চৌরঙ্গি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার (১৮৩৯-এর ৩১ মে) আশি দিনের

মধ্যে কলকাতার গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট ও ওয়াটারলু স্ট্রিটের এক কোণে থ্যাকার স্পিংক কোম্পানির বইয়ের দোকানের নীচের বাড়িতে চালু হল সাঁ সুসি থিয়েটার। ১৮৩৯-এর ২১ আগস্ট এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় এখানে অভিনীত হয় ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যাণ্ডমাদার নামক নাটক। তৎসহ দুটি প্রহসন, যথাক্রমে বাট হাউএভার এবং মাই লিট্‌ল এডপটেড।

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিসেস লিচকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে অভিনেতা ও সাংবাদিক স্টোকলার এই সাঁ সুসি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে এই থিয়েটারের দর্শকাসন ছিল চারশো। এই রঙ্গালয়ে টিকিটের মূল্য ছিল যথাক্রমে ছয় টাকা, পাঁচ টাকা ও চার টাকা। রঙ্গালয়টি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন মিস্টার বলিস ও মিস্টার বার্টলেট। সুদৃশ্য এই রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল তার মধ্যে ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যাণ্ডমাদার, মাই লিট্‌ল এডপটেড, দি ওয়েদার কক, দি ওরিজিনাল, প্লেজেন্ট ড্রিমস, দি লেডি অফ লায়ন্স, দি আইরিশ লায়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাঁ সুসি থিয়েটারের এহেন অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মিসেস লিচ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হলেন। স্থায়ী থিয়েটারের জন্য অর্থদানের আবেদন জানানো হলে বড়লাট অকল্যান্ড ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা করে দান করেন। আরও অনেকের অর্থদানের বিনিময়ে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে জমি সংগৃহীত হল। মিসেস লিচ ও স্টোকলারের উদ্যোগে নবকলেবরে স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মঞ্চ স্থপতি ছিলেন মি. কলিনস। তৎসহ ছিলেন ইংলন্ড থেকে আগত জেমস ব্যারি ও মিসেস ব্যারি। শিল্পী হিসেবে ইংলণ্ড থেকে এলেন মিসেস ডিকল্ ও মিস কাউলি। এঁরা দুজনেই লন্ডনের অ্যাডেলফি থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত সুপ্রশস্ত, সুরম্য এই থিয়েটারে অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল যথাক্রমে ছয় টাকা, তিন টাকা। এই সাঁ সুসি থিয়েটার-এ যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার জন্যে এসেছিলেন মিস্টার ডেলমার এবং মঞ্চযবনিকা তৈরি করেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিস্টার পোট।

২০ নং পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই স্থায়ী রঙ্গামঞ্চের উদ্বোধন হল ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নাটক দি ওয়াইফ। এই নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মিসেস লিচ, ক্যাপ্টেন সিউয়েল, স্টোকলার, হিউম, হাওয়ার্ড প্রমুখেরা। এরপর শুরু হল সাঁ সুসি থিয়েটারের জয়যাত্রা। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অভিনেত্রী মাদাম দেরস্যাঁভিয়ে, লন্ডনের ড্রুরি লেন থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা জেমস্ ভাইনিং এই সাঁ সুসি থিয়েটারে যোগ দেওয়ায় এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

সাঁ সুসি থিয়েটারে মঞ্চস্থ দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস-এর অভিনয় কলকাতায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত মিসেস পোর্শিয়া, জেসিকা ও নেরিসা-র ভূমিকায় যথাক্রমে মিসেস ডিকল, মিসেস লিচ এবং মিস্ কাউলির অভিনয় খ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চসফলতা পায়। তার মধ্যে উল্লেখ করতে পারি দি আইরিশ লায়ন, হ্যামলেট, দি ওয়াইফ, স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ইত্যাদির নাম।

১৮৪১ সালের ৮ নভেম্বর মার্চেন্ট অফ ভেনিস অভিনয় চলাকালীন মিসেস লিচের কাপড়ে আগুন লাগে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি মারা যান ১৮ নভেম্বর ১৮৪১ তারিখে। মৃত্যুর আগে মিসেস লিচ সাঁ সুসি থিয়েটারের মালিকানা দিয়ে যান একজন অভিনেত্রীকে। তাঁর নাম নিনা ব্যাক্স টার।

নিনা ব্যাক্স টার প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইংলন্ড থেকে মিস্টার ও মিসেস অরমণ্ডকে নিয়ে এলেন ও মঞ্চসফল পুরোনো নাটকগুলি আবার মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু মিসেস লিচের অভাব পূর্ণ হল না। আর্থিক দায়ভার ক্রমশ বাড়তে থাকল। এই অবস্থায় মিসেস ডিকল ও চার্লস ভাইনিং দল ছেড়ে দিলেন। মিসেস অরমণ্ড কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সাঁ সুসি থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঘোড়ার খেলা থেকে শুরু করে সার্কাসসুলভ দড়ির ওপর নৃত্য ইত্যাদি কোনো

কিছুই আর তেমনভাবে দর্শক টানতে পারলো না। নিনা ব্যাক্সটারের সময়ে সাঁ সুসিতে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ম্যাকবেথ, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, শি স্টুপস টু কঙ্কার, রেজিং দি উইণ্ড ইত্যাদি।

নিনা ব্যাক্সটার অবশেষে সাঁ সুসি থিয়েটার দিয়ে দিলেন দলের অভিনেতা জেমস ব্যারিকে। জেমস ব্যারি সাঁ সুসি থিয়েটার বাঁচানোর জন্য ইংলন্ড থেকে মিসেস লিচের কন্যা মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে এলেন। ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অভিনয় দরুণ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশেষত ১৮৪৮-এর ১৬ আগস্ট ওথেলো নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন রাধাকান্ত দেব, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ। এই নাটকে নাম ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ আঢ্য' নামক এক বাঙালির অভিনয় সাড়া ফেলেছিল। ১৮৪৮-এর ২১ আগস্ট সংবাদ প্রভাকরের পাতায় এর বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বছরই ১২ সেপ্টেম্বর বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ও মিসেস অ্যাণ্ডারসন অভিনীত ওথেলো আবার মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু তবুও সাঁ সুসির অবস্থার উন্নতি ঘটল না। মিসেস অ্যাণ্ডারসন দল ছেড়ে দেবার পর ১৮৪৯-এর ২১ মে জেমস ব্যারির বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে সাঁ সুসি থিয়েটারে শেষবারের মতো ওথেলো মঞ্চস্থ হয়। এরপর সাঁ সুসি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে তুলনীয় সাঁ সুসি থিয়েটার দশ বছরেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল ও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে।

অন্যান্য থিয়েটার :

সাঁ সুসি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরও বেশ কিছু বিদেশি থিয়েটার চলেছিল। এগুলির স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প কিন্তু থিয়েটার চর্চা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি তার সাক্ষ্য দেয় এসব থিয়েটার। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেন্ট থিয়েটার, মিসেস লিউসের থিয়েটার রয়্যাল, ফোর্ট উইলিয়াম থিয়েটার, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু নাট্যদল থিয়েটার রয়াল ও করিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে কিছুদিন নাট্যচর্চা করেছিল। এই নাট্যদলগুলির মধ্যে হাডসন ড্রামাটিক কোম্পানি, দি এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি, এক্লিপস্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে রবিনসন ক্রুশো, মিকাডো, আলিবাবা, রবিনহুড, এ কান্ট্রিগার্ল, অ্যান আইডিয়াল হাজব্যাণ্ড, অর্কিড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১.৬ লেবেডেফ ও বেঙ্গালী থিয়েটার

বাঙালির আত্মিক ক্ষুধা যখন যাত্রাভিনয়ের রসে পরিতৃপ্তি খুঁজছে, সেই সময়ে বাঙালির কাছে হাজির হলেন গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ। ইনি জাতিতে বাঙালি নন, ইংরেজও নন। অধুনা ইউক্রেনের বাসিন্দা লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৮) ভাগ্যান্বেষণে ও ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি দর্শন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে মাদ্রাজে আসেন। পরে কলকাতায় এসে বাংলাভাষায় আগ্রহী হন। গোলকনাথ দাসের কাছে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। কলকাতায় ২৫ নম্বর ডোমটোলা-য় (ডোমতলা নয়) (যা বর্তমানে ৩৭ নম্বর এজরা স্ট্রিট) জগন্নাথ গাঙ্গুলি নামক এক ব্যক্তির বাড়ি ভাড়া নিয়ে লেবেডেফ তৈরি করেন একটি নাট্যশালা,—লেবেডেফ এই নাট্যশালার নাম দেন দি বেঙ্গালি থিয়েটার (The Bengally Theatre) (১৭৯৫)।

গোলকনাথ দাসের সাহায্যে লেবেডেফ দি ডিজগাইজ এবং লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামে দুটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। লেবেডেফ তাঁর তৈরি দি বেঙ্গালি থিয়েটারে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় 'কাল্পনিক সংবদল' (দি ডিজগাইজের বাংলা অনুবাদ)। ঐ একই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৭৯৬-র ২১ মার্চ। আবার তৃতীয়

অভিনয়ের জন্যে যখন লেবেডেফ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখন দুর্ভাগ্যবশত বেঙ্গালি থিয়েটার-এর মঞ্চ আগুনে পুড়ে যায়। এরপর আর কোনো নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়নি।

লেবেডেফের অনূদিত দুটি নাটক কৌতুকরসের নাটক। দি ডিজগাইজের রচয়িতা ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেল এবং অন্য নাটকটি রচনা করেন মলিয়ের। কিন্তু দ্বিতীয় নাটকটির অভিনয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেবেডেফের মঞ্চ পরিকল্পনায় ইংরেজি ও রুশ মঞ্চরীতির পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। গোলকনাথ দাস অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ থেকে অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে লেবেডেফকে সাহায্য করেছিলেন। লেবেডেফ তাঁর নাটকের জন্যে যে প্রথম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেটাও ছিল অভিনব, "Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah, Decorated in the Bengalee style will be opened very shortly, with a play called 'The Disguise'. The character to be supported by performers of both sexes. to commence with vocal and instrumental Music called, The Indian Serenade'. (CALCUTTA GAZETTE, NOV. 5, 1795)। প্রথম রজনীতে লেবেডেফের থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল গ্যালারির জন্য চার সিক্কা টাকা এবং বক্স ও পিটের জন্য আট সিক্কা টাকা।

লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে মাধ্যমে আমরা বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হতে দেখলাম কতকগুলি অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নাট্যশালা তথা থিয়েটারের নাম-ই হলো বেঙ্গালি থিয়েটার অর্থাৎ বাঙালিকে গুরুত্বদান। বিজ্ঞাপনে তিনি জানালেন, decorated in the Bengalee style। যদি লোক দেখানো মঞ্চের কথাও বলা হয় তবু বলবো মঞ্চসজ্জায় বাহিরঙ্গে অন্তত বাঙালিয়ানার ছাপ ছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ ছিল আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবং শেষপর্যন্ত অভিনয় হয়েছিল মূলত বাংলাভাষাতে। ফলে 'কাল্পনিক সংবদল'-এর অভিনয় বাংলা নাট্য ঐতিহ্যে একটি উল্লেখ্য দিক। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারের 'কাল্পনিক সংবদল'-এর মঞ্চসফল অভিনয় তৎকালীন ইংরেজ পরিচালিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার' কর্তৃপক্ষকে ঈর্ষান্বিত ও বিচলিত করে তোলে। তাই লেবেডেফের প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস রোওয়ার্থের ষড়যন্ত্রে দৃশ্যপটশিল্পী জোসেফ ব্যাটল লেবেডেফের দলে ঢুকে একে একে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাঙিয়ে নিয়ে যান। চুক্তিভঙ্গ করে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দল ছেড়ে যাওয়ায় লেবেডেফ আদালতে মামলা করেন। কিন্তু সেখানেও সুবিচার পেলেন না লেবেডেফ। কোনো ইংরেজ আইনজীবী লেবেডেফের হয়ে মামলা চালাতে রাজি হলেন না। তবু উদ্যম হারাননি তিনি। কিন্তু ১৭৯৭-র ৬ মে টমাস রোওয়ার্থের চক্রান্তে ঈর্ষাকাতর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে আগুন দিলে তা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়েন লেবেডেফ। এরপরেও কোনোক্রমে মঞ্চ খাড়া করে দি ডেজার্টার নামে একটি অপেরা মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হয়। ফলে উপায়হীন অবস্থায় লেবেডেফ তাঁর বেঙ্গালি থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ বিক্রি করে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব ও বিমর্ষ চিত্তে দেশে ফিরে যান। সেখানেই ১৮১৮-র ১৫ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

১.৭ সখের নাট্যমঞ্চ

উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই অভিজাত, ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজস্ব বাগানবাড়িতে বা নিজের জায়গায় মঞ্চ নির্মাণ ও নাট্যাভিনয়ের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত কলকাতায় বিদেশিদের, বিশেষত ইংরেজদের থিয়েটার ও অভিনয় দেখে বাঙালিরা আধুনিক থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাছাড়া কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ—যেমন

দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ চৌরঙ্গি, সাঁ সুসি ইত্যাদি থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের এই উদ্যোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতন : (১) ধনী সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের বৈভব দেখাবার সুযোগ পেলেন; (২) নব্য ভাবনার পরিচয় দিয়ে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষেরা উন্নত রুচির পরিচয় দিলেন; (৩) ধনী সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রমাণ করতে চাইলেন যে থিয়েটার তাঁদের কাছে অর্থোপার্জন নয়, থিয়েটারের মধ্য দিয়ে নিছক প্রমোদ ও মনোরঞ্জন করাই তাঁদের লক্ষ্য; (৪) ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাও ছিল তাঁদের মধ্যে।

বস্তুত বিদেশি রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে ধনী-অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে তৈরি হলো সখের নাট্যশালা। সমাচারচন্দ্রিকা পত্রিকা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। এর পাঁচ বছরের মধ্যেই শুরু হল সখের নাট্যশালার নির্মাণ ও অভিনয় :

ক. **প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার :**

বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটার। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর এই চার মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে নির্মাণ করলেন একটি নাট্যশালা। এর নাম দিলেন হিন্দু থিয়েটার। প্রতিষ্ঠা পর্বে ১৮৩১-এর ১১ সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমার একটি পরিচালন কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটিতে ছিলেন কৃষেণ সিং, কিষেণ দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং হরচন্দ্র ঘোষ।

১৮৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর হিন্দু থিয়েটার-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম সন্ধ্যায় অভিনীত হয় ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং শেক্স পীয়রের জুলিয়াস সিজারে পঞ্চম অঙ্ক। উত্তররামচরিতের অনুবাদ করেন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন। উইলসন শুধু অনুবাদই করেননি তিনি নিজে অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে জুলিয়াস সীজারে পঞ্চম অঙ্ক ইংরেজিতেই অভিনীত হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ।

এরপরে প্রায় তিন মাস পরে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ একটি প্রহসনের অভিনয় হয় হিন্দু থিয়েটারে। প্রহসনটির নাম নাথিং সুপারফ্লুয়াস। এই প্রহসনের অভিনয়ে ছিলেন সুলতান, সালিন গফর, সাদি ও সুন্দরী জুলনেয়ার। হিন্দু থিয়েটারে ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ্য : (১) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার এই হিন্দু থিয়েটার। (২) ইংরেজি মডেলে নির্মিত বাঙালির থিয়েটার এই হিন্দু থিয়েটার। (৩) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটারে প্রথম অভিনয় ইংরেজি ভাষাতে ঘটে এখানে (জুলিয়াস সিজার, পঞ্চম অঙ্ক)। (৪) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটারের নাট্যশিক্ষক হিসেবে একজন বিদেশি—এইচ. এইচ. উইলসন। (৫) হিন্দু থিয়েটারের দর্শক ছিলেন বাঙালি ও ইংরেজ উভয়পক্ষই। (৬) হিন্দু থিয়েটারের সময়ে বাঙালির মধ্যে থিয়েটারের উদ্দীপনা দেখা দিলেও বাংলায় নাটক রচনা শুরু হয়নি তখনও।

সাধারণ দর্শকদের কাছে হিন্দু থিয়েটার তেমন জনপ্রিয় হল না। তাই এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু থিয়েটার।

শেষে আমরা হিন্দু থিয়েটার সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি, যা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"Prasanna Kumar Tagore's theatre was hardly anything more than the enlarged edition of a college dramatic club....Its appeal was both artificial and restricted. It is no wonder, therefore, that it was very short lived"—(বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮)।

খ. **নবীন বসুর নাট্যশালা :**

অধুনা কলকাতার যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো সেখানে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় একটি নাট্যশালা। তৎকালীন ধনী নবীনচন্দ্র বসুর এই শ্যামবাজারের নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচটি বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ জানা যায়। তবে সব কটি অভিনয়ের বিস্তৃত তথ্য আমরা পাইনি।

বস্তুত প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারের মঞ্চ নির্মাণে উৎসাহিত হয়ে নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজারে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নাট্যরূপ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। এই নাটক ঐ দিন রাত ১২টায় শুরু হয়ে শেষ হয় পরদিন সকাল ৬টায়।

নবীনচন্দ্র বসু বিলিতি ধাঁচে নাট্যশালা নির্মাণ করে সেখানে কিন্তু মঞ্চস্থ করলেন প্রথম বাংলা নাটক। লেবেডেফও ১৭৯৫-এ তেমন চেষ্টা করলেও বাঙালি হিসেবে নবীনচন্দ্রই প্রথম। এই নাট্যমঞ্চে নবীনচন্দ্রের উদ্যোগে নারীচরিত্রে অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন নবীনচন্দ্র। বিলেত থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিদেশি যন্ত্র এনে নতুন ধরনের আলোর ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ সেতার, বেহালা, পাখোরাজ, সারেঙ্গি ইত্যাদির সাহায্যে ঐকতান বাদন হয়েছিল। লক্ষণীয় যে বাদকগণের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। পরমেশ্বর বন্দনার মধ্য দিয়ে নাটক আরম্ভ করা হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর পাইওনীয়র পত্রিকায় নবীন বসুর নাট্যশালা, তার মঞ্চ-দৃশ্যপট-আলো সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। বিশেষত বাস্তব পটভূমি ব্যবহার ছিল এই নাট্যমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছড়ানো মঞ্চে বীরসিংহ রাজার ঘর, মালিনীর কুঁড়ে, সুড়ঙ্গপথ ইত্যাদি সবই দৃশ্যমান ছিল বাস্তবিকভাবে।

থিয়েটারের অনুষঙ্গ ব্যবহারে এক অভিনবত্ব সৃষ্টি ও বাংলা নাটকের অভিনয় এই দুইয়ে মিলে নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা ইঙ্গ-বঙ্গ দর্শকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এই নাট্যমঞ্চে বিদ্যাসুন্দর নাটকে সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যার ভূমিকায় ষোল বছরের কিশোরী রাধামণি ওরফে মণি অভিনয় করেন। রানি ও মালিনী এই দুই চরিত্রেই অভিনয় করেন জয়দুর্গা নামক এক প্রৌঢ়া মহিলা। স্বয়ং নবীনচন্দ্র বসু কালুয়া চরিত্রে এবং রাজা বৈদ্যনাথ রায় ভুলুয়া চরিত্রে অভিনয় করেন।

তবে সবদিক দিয়ে থিয়েটারধর্মী হওয়ার চেষ্টা থাকলেও নবীন বসুর নাট্যশালা যাত্রার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। তাই কালুয়া-ভুলুয়া চরিত্র নির্মাণ, সঙ্গীতের প্রাধান্য ইত্যাদি থেকেই গেল।

বিদ্যাসুন্দর নাটক জনপ্রিয় হওয়ায় এই নাটকের একাধিক অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। ধনী নবীনচন্দ্র বসু তাঁর নাট্যশালায় 'থিয়েটার' নির্মাণের চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয়ে যা করেছিলেন তা অনেকাংশে দেশীয় যাত্রা থেকে থিয়েটারে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা ছিল একথা আমরা বলতেই পারি।

১.৮ সখের নাট্যমঞ্চের বিকাশ

ক. **ওরিয়েন্টাল থিয়েটার :**

প্রসন্নকুমার ও নবীন বসুর আন্তরিক চেষ্টার পরে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যশালা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানা যায় (সূত্র : ন্যাশনাল পেপার : ১১ ডিসেম্বর ১৮৭২ : নবগোপাল মিত্র)। কিন্তু এই নাট্যশালা সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত কিছু জানতে পারিনি। শুধু তাই নয়, এর মাঝে বেশ কিছুদিন বাংলা থিয়েটারের কোনো সংবাদ বা তথ্য

আমরা পাই না। শুধুমাত্র ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে হেয়ার আকাদেমির বাঙালি ছাত্ররা মার্চেন্ট অব ভেনিস মঞ্চস্থ করে এই সংবাদ পাওয়া যায় (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৬ জুলাই ১৮৫৩)।

ঠিক ঐ সময়ে (সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে একটি নাট্যশালা নির্মিত হয়। এখানে গৌরমোহন আঢ্যের বাঙালি ছাত্ররা ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে এই থিয়েটারে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক হেরম্যান জেফ্রয়, কলাকাতা মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক মিস্টার ক্লিঞ্জার (ইনি সাঁ সুসি থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন) ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে উদ্যোগী ছাত্র-অভিনেতাদের মধ্যে যাঁদের অভিনয় খ্যাতিলাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দে, দীননাথ ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর এই ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় ওথেলো। এই ওথেলো নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় ১৮৫৩-র ৫ অক্টোবর। ওথেলো নাটকে প্রিয়নাথ দে ইয়াগোর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। এরপরে শ্রীমতী ইলিসের প্রশিক্ষণে শেক্স পীয়রের আরও দুটি নাটক ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের মঞ্চস্থ হয় : মার্চেন্ট অব ভেনিস (২ মার্চ ১৮৫৪) এবং হেনরি দি ফোর্থ (১০ মার্চ ১৯৫৪)। ১৮৫৪ সালের ১৭ মার্চ মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়-এ মিসেস গ্রিগ নামক এক ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া মেরিডিথ পার্কারের আমাটোর নামক একটি প্রহসন এখানে মঞ্চস্থ হয় (৫ এপ্রিল ১৮৫৪) (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৬ আগস্ট, ১০ সেপ্টেম্বর, ১২ অক্টোবর ১৮৫৩ এবং ৮ এপ্রিল ১৮৫৪)।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে বিদেশি থিয়েটারের অনুরূপ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এই থিয়েটারে দেশীয় নাটকের অভিনয় ও দেশজ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু দু বছরের স্থায়ী এই থিয়েটারে কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি।

খ. **প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার :**

নবীনচন্দ্র বসুর ভাইপো প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তৈরি করেন জোড়াসাঁকো থিয়েটার। প্রসন্নকুমার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারের মতন জোড়াসাঁকো থিয়েটারেও ইংরেজি নাটকের অভিনয় মূল ইংরেজি ভাষাতেই মঞ্চস্থ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে এই জোড়াসাঁকো থিয়েটারে শেক্স পীয়রের জুলিয়াস সিজার অভিনীত হয়। এই নাট্যশালাটির সাজসজ্জা ছিল খুব সুন্দর। জুলিয়াস সিজার অভিনয় দেখার জন্য সেদিন চারশো দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সিজারের ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথ বসুর অভিনয় সকলের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এছাড়া ব্রুটাস ও কেসিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করেন কৃষ্ণধন দত্ত ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ. **সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা :**

নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের পর (১৮৩৫) কুড়ি বছরেরও অধিককালে বাঙালির নাট্যশালায় কোনো বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হবার প্রামাণ্য তথ্য আমরা এখনও পাইনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাট্যাভিনয়ের যে ধারা সূচিত হল তাতে ১৮৫৭ একটি উল্লেখ্য বছর। এই বছরেই তিনটি নাট্যশালা বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু করে—সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা, জয়রাম বসাকের নাট্যশালা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। স্বভাবতই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ সম্পর্কে অন্যতর ভাবনা ও প্রাপ্তির কথা শোনা যায়,— "The year 1857 marks the begining of a new epoch in the history of bengali Drama and Theatre. In fact, Bengali Drama and the stage have had a continuous history since that memorable year"—(Bengali Drama and Stage : Page 43 : Probodh Chandra Sen)।

সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (যিনি সাতুবাবু নামে অধিক পরিচিত ছিলেন)। তাঁর বাড়িতে ১৮৫৬-র ১৫ এপ্রিল (সাতুবাবুর মৃত্যুর পরে, মৃত্যু ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬) জ্ঞানদায়িনী সভার (সাতুবাবুর বাড়িতে স্থাপিত) সভ্যরা মিলিত হয়ে একটি নাট্যশালা নির্মাণ ও অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ। বাঙালির নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয় হবে এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ ক'রে ১৫ জানুয়ারির (১৮৫৭) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হলো, "সম্ভ্রান্ত ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের জন্যে সচরাচর অর্থব্যয় করেন না। এই কারণে আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ সাধারণত যে সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম"।

১৮৫৭-র ৩০ জানুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিন সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নন্দকুমার রায় অনূদিত ও প্রকাশিত নাটক কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

বহু দিন পর বাঙালির নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ে চারদিকে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—শরৎচন্দ্র ঘোষ (শকুন্তলা), প্রিয়মাধব মল্লিক (দুষ্যন্ত), অন্নদা মুখোপাধ্যায় (দুর্বাসা), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (অনসূয়া), ভুবনচন্দ্র ঘোষ (প্রিয়ংবদা) এবং মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ঋষিকুমার)। স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। এই নাটকের সঙ্গীত রচনা করেন কবিচন্দ্র।

সুসজ্জিত এই নাট্যশালায় চারশো দর্শকাসন সেদিন পূর্ণ ছিল। সকলেই অভিনয় প্রশংসা পেয়েছিল। বিশেষত শকুন্তলার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোষের অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এই মঞ্চে শকুন্তলা নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি। তবে ঐ দিন নাটকটির মাত্র তিনটি অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল। এছাড়াও সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা মঞ্চস্থ হয় মহাশ্বেতা নামক একটি নাটক। বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বনে এই নাটক রচনা করেন মণিমোহন সরকার। অবশ্য এই নাটকে তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত কাদম্বরী-গ্রন্থের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। মহাশ্বেতা মঞ্চস্থ হয় ১৮৫৭-র ৫ সেপ্টেম্বর। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : শরৎচন্দ্র ঘোষ (তরলিকা), ভুবনচন্দ্র ঘোষ (রানি), ক্ষেত্রমোহন সিংহ (মহাশ্বেতা), মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (কাদম্বরী), মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ছত্রধারিণী এবং পুণ্ডরীক ও নটী) মহাশ্বেতা নাটকটির ত্রুটিপূর্ণ সংলাপ ও নিম্নমানের অভিনয় নাটকটিকে জনপ্রিয় করতে পারেনি।

তবু সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা বিভিন্ন কারণে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল :

এক. বাঙালির মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের পরিবর্তে বাংলা নাটকের অভিনয়।

দুই. স্ত্রী চরিত্রে পুনর্বার পুরুষের অভিনয়।

ঘ. **রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা :**

অধুনা কলকাতার টেগোর ক্যাসল রোডে রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নাট্যশালা নির্মিত হয়। মূলত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদ্দুর্লভ বসাক, প্রিয়নাথ বসুদের উদ্যোগে এবং রামজয় বসাকের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয় এই নাট্যশালা। ১৮৫৭ সালের ৫ মার্চ এখানে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব। এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন রামজয় বসাক, রাধাপ্রসাদ বসাক, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র বসাক, জগদ্দুলর্ভ বসাক এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটক মোট চারবার মঞ্চস্থ হয়। রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালায় কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ্য দিক হল : এই প্রথম বাঙালির নাট্যশালায় মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় হল। এবং এই প্রথম কোনো সমাজ সমস্যামূলক নাটক বাংলায় প্রথম অভিনীত হল।

ঙ. **কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ :**

সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক একটি সাহিত্যসভা। এই সাহিত্যসভার সকলে মিলে নির্মাণ করেন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চ (১৮৫৬)। ১৮৫৭-র ১১ এপ্রিল এই মঞ্চের উদ্বোধনে অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক বেণীসংহারের বাংলা অনূদিত নাট্যরূপ। অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, মণিমোহন সরকার প্রমুখ। এই নাটক দেখতে এদেশীয় দর্শকদের সাথে ইংরেজরাও উপস্থিত ছিলেন। এই নাটকের অভিনয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। তাতেই উৎসাহী হয়ে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের বাংলায় অনুবাদ করেন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর বিক্রমোর্বশী মঞ্চস্থ হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চে। সুসজ্জিত মঞ্চে অভিনীত এই নাটক অভিনয় সাফল্য লাভ করে। এই নাটকে রাজা পুরুরবার ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন-র অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এমনকি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৮৫৮-র ৫ জুন কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত সাবিত্রী সত্যবান মঞ্চস্থ হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চে। অভিনয়ে পূর্বে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই নাটকের 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' হয়েছিল সেদিন (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৮ জুন ১৮৫৮)। সুকুমার সেন একে "নাট্যোচিত আবৃত্তি" বলেছেন। এই ধরনের অনুষ্ঠান মঞ্চে এদেশে পূর্বে ঘটেনি। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চ প্রথম এই অনুষ্ঠান করেন। একইরকমভাবে 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' ১৮৫৯-র ৩ ফেব্রুয়ারি এখানে হয়েছিল মালতীমাধব নাটক অবলম্বনে।

১৮৫৯-র পরে আর কোনো অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। বিদ্যোৎসাহী রঙ্গামঞ্চ নানা কারণে আজও আলোচ্য :

১. দুই বছরের স্থায়িত্বকালে মঞ্চ নির্মাণ, অভিনয় কৃতিত্ব উল্লেখ্য।

২. এখানেই প্রথম ড্রপসীন এঁকে ব্যবহার করা হয়।

৩. এই মঞ্চে ভরত, কালিদাস, ভট্টনারায়ণ প্রমুখদের চিত্র-মূর্তি স্থাপন করে একটি ক্লাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

৪. এদেশে প্রথম এই মঞ্চে 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' প্রচলিত হয়।

৫. মৌলিক নাট্যকার হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা নাট্যরচনার ধারায় যুক্ত হন।

১.৯ সখের নাট্যমঞ্চের পরিণতি

ক. **বেলগাছিয়া নাট্যশালা :**

পাইকপাড়ার দুই বিখ্যাত ধনী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে এই নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টাতে ও উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যোগদান করেন। ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে বিপুল অর্থব্যায়ে নির্মিত হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা। দৃশ্যপট অঙ্কন করেন ইংরেজ শিল্পীরা। পাদপ্রদীপে গ্যাসের আলোর ব্যবহার করা হয়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক রত্নাবলী। বাংলায় অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রত্নাবলী নাটকের প্রথম অভিনয় দেখতে

এসেছিলেন ছোটলাট হেলিডে সাহেব, মিস্টার হিউম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নাট্যকার রামনারায়ণ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ।

রত্নাবলী নাটকের এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (রুমজান), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রত্নাবলী), প্রিয়নাথ দত্ত (রাজা উদয়ন), কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদূষক), মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী (বাসবদত্তা), গিরিশ চট্টোপাধ্যায় (বাহুভূতি), রামনাথ লাহা (নটী), প্রমুখেরা। নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সঙ্গীত রচনা করেন গুরুদয়াল পাল। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই অভিনয়ে গীতবাদ্য, আলো, সাজসজ্জা, সর্বোপরি অভিনয় এত উঁচুমানের ছিল যে ৫ আগস্ট 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই নাট্যাভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ের জন্য কেউ কেউ তাঁকে 'বাংলার গ্যারিক' আখ্যায় চিহ্নিত করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ রত্নাবলী-র অভিনয় এদেশে নাট্যাভিনয়ের ধারায় কিংবদন্তি হয়ে গেল।

ইংরেজ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন মধুসূদনও। এই রঙ্গামঞ্চের জন্য তিনি রচনা করলেন শর্মিষ্ঠা। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৯-র ৩ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো শর্মিষ্ঠা। ৩ সেপ্টেম্বর ও ২৭ সেপ্টেম্বর এই দু' বার শর্মিষ্ঠা মঞ্চস্থ হয়। শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : প্রিয়নাথ দত্ত (যযাতি), কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদূষক), দীননাথ ঘোষ (শুক্রাচার্য), ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (বকাসুর), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দেবযানী), কৃষ্মধন বন্দ্যোপাধ্যায় (শর্মিষ্ঠা), চুনীলাল বসু (নট)। এছাড়াও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাসদ হিসেবে অভিনয় করেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখে স্বয়ং মধুসূদন এতই তৃপ্ত হয়েছিলেন যে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—"As for my own feelings, they were, things to dream of, not to tell."।

বিদূষকের ভূমিকায় কেশবচন্দ্রের অভিনয় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাজসজ্জা, আলো, দৃশ্যপট, দেশীয় ঐকতানবাদন, নৃত্যগীত,—সর্বোপরি অভিনয় এমনই উঁচুমানের ছিল যে সখের নাট্যমঞ্চের ধারায় সকলের নাট্য প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল।"

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যই মধুসূদন রচনা করেন পদ্মাবতী, কৃষ্মকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ। কিন্তু উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাব ও আপত্তির কারণে এগুলির কোনোটিই আর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হলো না। মধুসূদনের নাট্যজীবনের সূত্রপাত ও বিকাশে যেমন বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকা অনস্বীকার্য—তেমনভাবেই ঐ নাটকগুলির অভিনয় না হওয়ায় মধুসূদনের মনোবেদনার ফলশ্রুতিতে তাঁর নাট্যকার জীবনের অপমৃত্যুতেও বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকা নিন্দার্হ।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা গভীর সঙ্কটে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত চিরতরে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

খ. **মেট্রোপলিটান থিয়েটার :**

১৮৫৯ সালে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে (চিৎপুরের সিঁদুরিয়া পট্টি) প্রতিষ্ঠিত হয় মেট্রোপলিটান থিয়েটার। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে স্থাপিত হয়েছিল মেট্রোপলিটান কলেজ। মুরলীধর সেনের স্বত্বাধিকারে ও কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতায় স্থাপিত হয় মেট্রোপলিটান থিয়েটার। ১৮৫৯-র ২৩ এপ্রিল উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় এর মাধ্যমে এই থিয়েটারের সূত্রপাত। ঐ বছরের ৭ মে আবার এখানে আবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন চালু হবার পর বিধবা নারীর মর্মযন্ত্রণা সম্বলিত বিধবাবিবাহ নাটক নিঃসন্দেহে আলোড়িত করে সকলকে। এই নাটকাভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট অঙ্কন করেন মিস্টার হলবাইন। নাটকটির সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন দ্বারকানাথ রায় এবং সুর দেন রাধিকাপ্রসাদ দত্ত। কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান থিয়েটার-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই নাট্যমঞ্চে অভিনীত বিধবাবিবাহ নাটক দু' বারই দেখেন এবং কেঁদে ফেলেন। হিন্দু নারীর চিরবৈধব্য ভোগের কুফল এমনটি প্রত্যক্ষ করে বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করেন। একারণেই নাটকটি অন্যতর মর্যাদা পায়।

গ. **পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়**

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। এর আগে যতীন্দ্রমোহনের খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি ধনীগৃহে নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন করেন। তারই ধারাপথে নির্মিত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। এই বঙ্গনাট্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যতীন্দ্রমোহনের আদিবাড়িতে গোপীমোহন ঠাকুরের নাচঘরে তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছিল একটি ছোট্ট নাট্যশালা।

যাইহোক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর এই পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে মঞ্চস্থ হয় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। নাট্যরূপ দেন স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ঐ রাতেই বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রহসন যেমন কর্ম তেমনি ফল। ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার এখানে বিদ্যাসুন্দর মঞ্চস্থ হয়। এই দুই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মদনমোহন বর্মণ (বিদ্যা), কৃষ্মধন বন্দ্যোপাধ্যায় (হীরে মালিনী), রাধাপ্রসাদ বসাক (রাজা বীরসিংহ), হরিমোহন কর্মকার (মন্ত্রী), গিরিশ চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গাভাট) প্রমুখেরা। এছাড়াও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সুন্দর), নারায়ণচন্দ্র বসাক (বিমলা), যদুনাথ ঘোষ (সুলোচনা), হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (চপলা) উল্লেখ্য। বিদ্যাসুন্দর ও যেমন কর্ম তেমনি ফল মোট দশবার অভিনীত হয়।

এখানে ১৮৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্ভবর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত বুঝলে কিনা নামক একটি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়।

এরপরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি অভিনীত হয় রামনারায়ণ অনূদিত ভবভূতির নাটক মালতীমাধব। ঐ বছরের ৫, ৬ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি মালতীমাধব আবার মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭০-র ২৬ ফেব্রুয়ারী মালবিকাগ্নিমিত্র ও দুটি প্রহসন চক্ষুদান ও উভয়সংকট মঞ্চস্থ হয় এখানে। ১৮৭২-র ১৩ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় রুক্মিণীহরণ ও উভয়সংকট। আবার ১৮৭৩-র ২৫ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে এলে ঐদিন রুক্মিণীহরণ ও উভয়সংকট মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের দৃশ্যকাব্য রসাবিষ্কারকবৃন্দ অভিনয়ের মাধ্যমে এই নাট্যশালা চালু হয়। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।

বস্তুত সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় বাংলা নাট্যচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই নাট্যশালাকে জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল।

ঘ. **শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি :**

১৮৬৫-তে রাজা রাধাকান্তদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ম বাহাদুরের উদ্যোগে রাজবাড়ির যুবকরাও বাইরের কিছু শিক্ষিত যুবকেরা একত্রে স্থাপন করেন শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি। এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৬৫-র ১৮ জুলাই শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি মঞ্চে অভিনীত হয় একেই কি বলে সভ্যতা। ঐ বছরের ২৯ জুলাই দ্বিতীয়বার ঐ প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। এর পরে সভাপতি ও কিছু সদস্য এই থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবু অভিনয় থেমে যায়নি। ১৮৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী এখানে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ভীমসিংহ), প্রিয়মাধব বসুমল্লিক (বলেন্দ্রসিংহ), কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ (জগৎসিংহ), কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ (কৃষ্ণকুমারী), হরলাল সেন (বিলাসবতী), রামকুমার মুখোপাধ্যায় (মদনিকা) প্রমুখ।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে আমরা শুধু বলতে পারি : (১) এই রঙ্গালয় প্রথম মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা ও কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ের সাহস দেখিয়েছিল। (২) অভিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়াও মঞ্চাভিনয়ের কৃতিত্ব কম বড় কথা নয়।

ঙ. **জোড়াসাঁকো নাট্যশালা :**

১৮৬৫-র মে মাসে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর মেজ ছেলে গিরীন্দ্রনাথের অংশে (৫ নং বাড়ি) জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মঞ্চে ১৮৬৫-র জুন মাসে মঞ্চস্থ হয় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক। তারপরে মঞ্চস্থ হয় মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা। যতদূর জানা যায় কৃষ্ণকুমারী নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর মায়ের ভূমিকায় এবং একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনে পুলিশ সার্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এরপরে অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক চেয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ১৮৬৬-র ২ মে প্রকাশিত হয় রামনারায়ণের নবনাটক। এই নাটকের জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (ঠাকুরবাড়ির) কমিটি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে একটি রৌপ্য পাত্র ও দুশো টাকা পুরস্কার দেন। ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটক অভিনয়ের জন্য গুণেন্দ্রনাথ প্রধান দায়িত্ব পান। শ্রেষ্ঠ পটুয়ারা দৃশ্যপট অঙ্কন করেন, সামনের যবনিকা পর্দায় রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ জগমন্দির প্রাসাদ অঙ্কিত হয়। প্রায় ছমাস মহড়া চলে। তারপর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি নবনাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (নটী), নীলকমল মুখোপাধ্যায় (নট), যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (চিত্ত ঘোষ), সারদাপ্রসাদ (গণেশবাবুর স্ত্রী), অক্ষয় মজুমদার (গবেশবাবু), মতিলাল চক্রবর্তী (কৌতুক অভিনেতা), অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ছোটগিন্নি), বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (সুবোধ)। এঁরা সকলেই ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়পরিজন ও নিকট বন্ধু। এই নবনাটক মোট ন'বার ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয়। সখের থিয়েটারের পরিণত পর্বে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যরীতি ও বাংলার দেশজ নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু অভিনয়ের মাধ্যমে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। তবে তা স্বতন্ত্র আলোচনারযোগ্য।

চ. **বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় :**

বলরাম ধর ও চুনীলাল বসুর উদ্যোগে কলকাতার বহুবাজারের ২৫ নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে নির্মিত হয় বহুবাজার নাট্যসমাজ। এই নাট্যশালার উপদেষ্টা ছিলেন মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্যকার মনোমোহন বসু। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর মনোমোহন বসু রচিত রামাভিষেক নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়-এর উদ্বোধন হয়। সুবিন্যস্ত অঙ্গসজ্জা, সাজপোষাক ও উচ্চমানের অভিনয়গুণে রামাভিষেক নাটকটি খ্যাতিলাভ করে। এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (দশরথ), উমাচরণ ঘোষ (রাম), বলদেব ধর (লক্ষ্মণ), মতিলাল বসু (বিদূষক), চুনীলাল বসু (কৌশল্যা), চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুমিত্রা), আশুতোষ

চক্রবর্তী (সীতা) এবং ক্ষেত্রমোহন দে (মন্থরা)। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে বহুবাজার অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে ২৫ নং মতিলাল লেনে বহুবাজার নাট্যসমাজের স্থায়ী নাট্যশালা নির্মিত হয়। তখন তার নাম হয় বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও অন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই স্থায়ী রঙ্গামঞ্চে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসু রচিত সতী নাটক। এই রঙ্গামঞ্চটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও দৃশ্যপট ছিল খুবই সুচারুভাবে অঙ্কিত। ঐকতান বাদন ও নৃত্যগীত ছিল উচ্চমানের। সতী নাটকে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে চুনীলাল বসু (শিব ও দক্ষ), প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নারদ), বলদেব ধর (নগরপাল), আশুতোষ চক্রবর্তী (সতী) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র নাটক। এই নাটকে অভিনয় করেন চুনীলাল বসু (হরিশ্চন্দ্র), ননীলাল দাস (রোহিতাশ্ব), প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বামিত্র), বলদেবধর (নগরপাল), নন্দ ঘোষ (মল্লিকা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থাপিত বহুবাজার নাট্যসমাজ নানা কারণে নাট্যমঞ্চের ধারায় উল্লেখ্য :

১. নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন (প্রতি শনিবার)।

২. একই নাটকের ধারাবাহিক সুষ্ঠু অভিনয়।

৩. স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ।

৪. নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাট্যরচনার সূত্রপাত।

৫. নাট্য প্রযোজনায় পেশাদারিত্বের প্রচেষ্টা।

১.১০ অনুশীলনী

১.১০.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. বাংলা নাটকে যাত্রার কোনো প্রভাব আছে কি? যুক্তি দিন।

২. বেঙ্গালী থিয়েটার কার? এই থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

৩. বাংলা নাট্যমঞ্চে সখের নাট্যশালাগুলির ভূমিকা কতটুকু? যে কোনো তিনটি সখের নাট্যশালার পরিচয় দিন।

৪. বেলগাছিয়া নাট্যশালার আলাদা গুরুত্বের কথা বলা হয়।—কোথায় এর আলাদা গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫. কলকাতার সাহেবি রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে চৌরঙ্গি থিয়েটার ও সাঁ সুসি থিয়েটারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৬. বাংলার নাট্যাভিনয়ে লেবেডেফের ভূমিকার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

১.১০.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. কলকাতার সাহেবি রঙ্গামঞ্চে প্রধান অভিনেত্রীদের গুরুত্ব কতটুকু ছিল?

২. চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৩. কলকাতার বিলিতি থিয়েটারগুলিতে শেক্সপীয়রের কী কী নাটক অভিনীত হয়েছিল?

৪. শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৫. বিদ্যোৎসাহী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১.১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. অষ্টাদশ শতকে যে কৃষ্ণযাত্রা ছিল, তার নাম কি ছিল?

২. বাংলায় যাকে রঙ্গালয় বলা হয়, ইংরেজিতে তাকে কি বলে?

৩. ওল্ড প্লে হাউস কবে কোথায় নির্মিত হয়েছিল?

৪. ক্যালকাটা থিয়েটার কত বছর অভিনয় চালিয়েছিল?

৫. কোন্ ইংরেজ মহিলার নামে কোথায় প্রথম নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬. চৌরঙ্গি থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৭. চৌরঙ্গি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে কারা ছিলেন?

৮. চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে কোন্ কোন্ ভারতবিদ্ ও সংস্কৃতপণ্ডিত যুক্ত ছিলেন?

৯. সাঁ সুসি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে এর প্রতিষ্ঠা?

১০. কলকাতার কোন্ অভিনেত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবনাবাসন ঘটে? কবে?

১১. কোন্ বাঙালি অভিনেতা প্রথম সাহেবি থিয়েটারে অংশ নেন? কবে?

১২. লেবেডেফ কে? তিনি কার কাছে বাংলাভাষা শেখেন?

১৩. লেবেডেফ কোন্ দুটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন?

১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুর কে? তিনি কি জন্য পরিচিত?

১৫. বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রথম নাটকরূপে কোথায় পরিবেশিত হয়?

১৬. সাতুবাবু কে? তিনি কি জন্য বিখ্যাত?

১৭. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে প্রতিষ্ঠা?

১৮. পাইকপাড়ার কোন্ দুই ভাই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন? সেই থিয়েটারের নাম কি?

১৯. কোন্ বাংলা নাটকের দর্শক ছিলেন বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন?

২০. ঠাকুরবাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন কারা?